দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB 5 2008 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ...

39

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না যে কারণে—

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, চবি থেকে ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট সঙ্কটের অবসান মূলত পাঁচটি কারণে হচ্ছে না। বরং সঙ্কট নিরসনে গঠিত লিয়াজোঁ কমিটিতে দফায় দফায় ঘটছে ভাঙ্গনের ঘটনা। পরিস্থিতি হয়ে উঠছে জটিল থেকে জটিলতর।

তথ্যানুসন্ধানে একাধিক সূত্র জানায়, প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ দুই কর্মকর্তা ভিসি ও প্রোভিসির মধ্যে কোন্দলের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘন ঘন অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে উভয়েই প্রকাশ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টার কথা বললেও এর কোন প্রতিফলন বাস্তবে ঘটছে না। দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত প্রশাসনের একটি অংশ সচলের উদ্যোগ নিলে অপর অংশ তৎপর থাকে নতুন সমস্যা সৃষ্টিতে। উভয় কর্মকর্তার মধ্যে সমঝোতা কিংবা প্রশাসনের কোন একজনের পরিবর্তন ছাড়া আপাত দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্কট নিরসনের কোন সম্ভাবনা নেই বলে সূত্রগুলো জানায়।

দ্বিতীয়ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে চার বিরোধীদলীয় জোট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়েই তৎপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ছাত্র শিবির কিংবা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচী আহ্বান করা হলেও নেপথ্য নায়ক হিসাবে থাকছেন বিরোধী জোটের নেতৃবৃন্দ। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এর আগে ছাত্র শিবির চট্টগ্রামে তিন দফায় হরতাল পালন করে। প্রতিবারই শিবিরের কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানায় বিরোধীদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। চট্টগ্রামে সরকারবিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা করতে বিরোধী জোট এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে বলে সূত্রগুলো জানায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একের পর এক অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণেই বারে বারে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেও সূত্রটি উল্লেখ করেন। তৃতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি শিক্ষকদের একাংশ এবং আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনের অনাস্থার কারণেই সমঝোতা প্রক্রিয়া বারে বারে মুখ থুবড়ে পড়ছে। অচলাবস্থা নিরসনে গঠিত লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যদের পদত্যাগের হিড়িকে কমিটি ভেঙ্গেছে তিন দফায়। পুনর্গঠিত হয়েছে দুই দফায়। সর্বশেষ গত ৯ জানুয়ারি পুনর্গঠিত লিয়াজোঁ কমিটি থেকেও ৪ সদস্য পদত্যাগ করেছেন।

চতুর্থত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সরকারের নীরব ভূমিকার কারণে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর আসু হস্তক্ষেপ কামনা করলেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের ধারণা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারের আপাতত কোন মাথাব্যথা নেই।

পঞ্চমত পুলিশ প্রসাসনের কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ঘন ঘন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলাবিরোধী ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে ক্যাম্পাসে সহিংস ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। এছাড়া ক্যাম্পাসের হল থেকে রাতের আঁধারে গণহারে ছাত্র গ্রেফতারের ঘটনায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে সূত্রটি জানায়। এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আজ থেকে আবার দু'দিনের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আজ সকাল ৬টা থেকে ২টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে হরতাল ও ২০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে গণঅনশন। এছাড়া নবগঠিত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ আজ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে কালো পতাকা মিছিল ও ভিসি-প্রোভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।